বাংলা সাম্মানিক

দ্বিতীয় সেমেস্টার

কোর্স কোড : CC-4

অন্নদামঙ্গলে - ভারতচন্দ্র রায়

: STUDY MATERIAL :

Scanned with CamScanner

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' তিন খণ্ডে বিভক্ত, যথা– ১) অন্নদামঙ্গল, ২) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর, ৩) অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ।

'অন্নদামঙ্গল' এর প্রথম খণ্ডে আছে দেবদেবীর বন্দনা, সতীর দেহত্যাগ ও তাঁর পুনর্জন্মের কাহিনী, ব্যাসদেবের দ্বিতীয় কাশী নির্মাণে ব্যর্থতা, হরি হোড়ের উপাখ্যান এবং অন্নদার ভবানন্দ গৃহে যাত্র প্রভৃতি কাহিনী।

দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় হল রাজকুমারী বিদ্যার সঙ্গে রাজকুমার সুন্দরের প্রেম, বিদ্যার পিতা কর্তৃক সুন্দরের প্রাণদণ্ড এবং কালিকার কৃপায় সুন্দরের রক্ষা ও বিদ্যা-সুন্দরের বিবাহ।

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে আছে ভবানন্দ মজুমদারের সাহায্যে মানসিংহের হাতে প্রতাপাদিত্যের বন্দি হওয়া ও পথি মধ্যে মৃত্যু, দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গির কর্তৃক হিন্দু দেবদবীর নিন্দায় ভবানন্দর প্রতিবাদ ও কারাদণ্ড, দেবীর অনুচর ভূতপ্রেতদের অত্যাচারে বাদশাহের আতঙ্ক ও ভবানন্দের মুক্তিলাভ প্রভৃতি কাহিনী এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়।

তথ্য

- ভারতচন্দ্র ১৭১২ খ্রীঃ বর্ধমান জেলার ভুরুসুট পরগণার পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে (বর্তমানে হাওড়া) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
- পিতা– নরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
- ভাই– ক. চতুর্ভুজ রায় (জ্যেষ্ঠ)
  খ. অর্জুন রায় (মধ্যম)
  গ. দয়ারাম রায় (তৃতীয়)
- কবি নিজে কনিষ্ঠ পুত্র।
- যশখ্যাতি ও বৈভবের জন্য সাধারণ প্রজারা ভারতচন্দ্রের পিতাকে 'রায়' বা 'রাজা' বলতেন।
- নরেন্দ্রনারায়ণ বর্ধমানের মহারাজ কার্তিকচন্দ্র রায় বাহাদুরের মাতা মহারানী বিষ্ণুকুমারীর সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হন। অপমানিত মহারানী ভুরসুট আক্রমণ ও অধিকার করার জন্য তাঁর দুই সেনাপতি আলমচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্রকে নির্দেশ দেন এবং পেঁড়ো অধিকার করেন।
- মঙ্গালঘট পরগণার গাজীপুরের নিকটবর্তী নওয়া পাড়া গ্রামে কবির মামা বাড়ি।
- সারদা গ্রামের নরোত্তম আচার্যের কন্যাকে বিবাহ করেন।
- ফার্সী শেখার জন্য হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার নিকটবর্তী দেবানন্দপুর গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে যান।
- ভারতচন্দ্রের কাব্য প্রতিভার প্রথম স্ফূরণ ঘটে রামচন্দ্র মুন্সীর গৃহেই। এখানে তিনি ২টি 'সত্যপীরের পাঁচালী' রচনা করেন। প্রথমটি– ত্রিপদীতে এবং অন্যটি চৌপদীতে লেখা।
- পিতা বর্ধমানের মহারাজার কাছ থেকে নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে কিছু জমি ইজারা নেন। সেই জমি তদারকির জন্য

Scanned with CamScanner

মোক্তার রূপে তাঁর পিতা ও ভ্রাতারা তাঁকে বর্ধমানে পাঠান। নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পাঠাতে না পারায় মহারাজ সেই জমি কেড়ে নেন ভারতচন্দ্র তার প্রতিবাদ করলে মহারাজ তাকে বন্দী করেন এবং কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

- কারাধ্যক্ষ তাঁকে গোপনে মুক্তি দেন।
- ভারতচন্দ্র রঘুনাথ নামক এক নাপিত ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে কটকে উপস্থিত হন। শিবভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তখন কটকের সুবাদার ভারতচন্দ্র পুরীতে এসে বৈষ্ণব বেশ ধারন করেন এবং ভজন কীর্তনে মনোনিবেশ করেন। ভৃত্য রঘুনাথও বৈষ্ণব সাজেন এবং বাসুদেব নাম গ্রহণ করেন। ভারচন্দ্রের নাম হয় মুনি গোঁসাই।
- অর্থ উপার্জনের জন্য ভারতচন্দ্র ফরাসডাঙ্গার ফরাসী গভর্নমেন্টে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে গমন করেন। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁর বন্ধু নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তা পরিচয় করিয়ে দেন। কৃষ্ণচন্দ্র মাসিক ৪০ টাকা বেতনে তাকে সভাকবির পদে বরণ করেন এবং 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন।
- ভারতচন্দ্রের পান্ডিত্য ও কাব্য প্রতিভার সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে বাড়ি তৈরীর জন্য ১০০ টাকা এবং বার্ষিক ৬০০ টাকার বিনিময়ে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দেন।
- রামদেব নাগ মূলাজোড়বাসীদের ওপর যে অত্যাচার করে– সেই কাহিনী নিয়ে রচনা করেন– 'নাগাষ্টক'
- মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামদেব নাগের অত্যাচার থেকে মূলাজোড় বাসীদের বাঁচান– এই কাহিনী নিয়ে রচনা করেন– 'রসমঞ্জরী'
- ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন – ১৭৫২-৫৩ খ্রীঃ। কবির বয়স তখন প্রায় ৪০ বছর। এরপর তিনি আট বছর বেঁচেছিলেন। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে তিনি মারা যান।
- মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা ভাষার মিশ্রণে 'চণ্ডী' নাটক নামে একটি গ্রন্থ রচনা শুরু করেন কিন্তু তা সমাপ্ত করতে পারেননি।
- অন্নদামঙ্গল কাব্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত– (ক) অন্নদামঙ্গল, (খ) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর, (গ) অন্নপূর্ণা বা মানসিংহ।
- কাব্যের শুরুতে আছে– গণেশ বন্দনা।
- শুরুতে যেসব দেব-দেবীর বন্দনা আছে–

গণেশ
|
শিব
|
সূর্য্য
|
বিষ্ণু
|
কৌষিকী
|
লক্ষ্মী
|
সরস্বতী
|
অন্নপূর্ণা

Scanned with CamScanner

❖ গ্রন্থের সূচনায় যে শ্লোক আছে–

"অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভূজা।
অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা।"

❖ সতী যে যে রূপ ধারণ করেন–

কালীরূপা– তারারূপা– রাজরাজেশ্বরী
ভুবনেশ্বরী– ভৈরবী– ছিন্নমস্তা– ধূমাবতী
বগলামুখী– মাতঙ্গী–মহালক্ষ্মী

❖ সূর্যের দ্বাদশ মুরতি। একএক মাসে তাঁর এক এক মূর্তি যেমন–

বৈশাখ– তপন
জ্যৈষ্ঠ– ইন্দ্র
আষাঢ়– রবি
শ্রাবণ– গভস্তি
ভাদ্রে– যম
আশ্বিনে– হিরণ্যরেতা
কার্তিকে– দিবাকর
অগ্রহায়ণে– চিত্র
পৌষ– বিষ্ণু
মাঘে– অরুণ
ফাল্গুনে– সূর্য
চৈত্রে– বেদজ্ঞ।

❖ অন্নদামঙ্গল কাব্যের 'গ্রন্থসূচনা' কবিতার প্রথমে দেবী অন্নদাকে যে যে নামে সম্বোধন করা হয়েছে–
অন্নপূর্ণা, অপর্ণা, অষ্টভূজা, অভযা, অপরাজিতা, অচ্যুত-অনুজা, অনাদ্যা, অনন্তা, অম্বা, অম্বিকা এবং অজয়া নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

❖ কৃষ্ণচন্দ্রের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের পাঁচ পুত্র এক কন্যার প্রথম পক্ষের পুত্রদের নাম– শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র এবং ঈশানচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের এক পুত্র তিন কন্যা। দ্বিতীয়পক্ষের পুত্রের নাম– শম্ভুচন্দ্র।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

❖ "চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী নিশায়
করিহ আমার পূজা বিধিব্যবস্থায়।" *(গ্রন্থসূচনা অংশে)*

❖ রাজ্যের উত্তরসীমা মুরশিদাবাদ
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ।
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গাঙ্গাপার।। *(কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন)*

❖ "দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।

Scanned with CamScanner

দুই ধারা পিয়ে তারা শব আরোহিনী।" *(ছিন্নমস্তার বর্ণনা)*

❖ "নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে
পাকা দাড়ি বুড়া বর ঘটাব তোমারে।" *(শিববিবাহের সম্বন্ধ)*

❖ "একে কপালে রহে আরের কপালে দহে
আগুনের কপালে আগুন।" *(রাত্রি বিলাপ)*

❖ "ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ দুপ দাপ
লম্ফঝম্ফ দিয়া চলে।
মহা ধুমধাম হাঁকে হুম থম
জয় মহাদেব বলে।। *(শিবের বিবাহ যাত্রা)*

❖ ডাহুকা ডাহুকী গড়ে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারসা সারসী গড়ে বক বকীগণ।
তিত্তিরী তিত্তিরা পানিকাক পানিকাকী
কুরলী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী। *(অন্নপূর্ণাপুরী নির্ম্মনি)*

❖ অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত
খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত।" *(ব্যাসের প্রতি দৈববাণী)*

Scanned with CamScanner